ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৫৫৭(আগরতলা, ১২।১২)
তেলিয়ামুড়া, ১২ ডিসেম্বর,২০২০

সরকার রাজ্যবাসীর কল্যাণে ও রাজ্যের বিকাশে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ ১৯৯৬ সালের কল্যাণপুর বাজার কলোনীর গণহত্যার ২৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে শহীদ স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, সমাজসেবী জীবন দেবনাথ প্রমুখ। সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯৬ সালের কল্যাণপুর বাজার কলোনীর সেই গণহত্যার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং শহীদ বেদীতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে ১২ ডিসেম্বর কল্যাণপুর বাজার কলোনীতে রাতের বেলায় এক নৃশংস গণহত্যায় বয়স্ক ও শিশু সহ মোট ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজকের এই সভা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তদানিন্তন সরকারের শাসনকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল এতগুলি মানুষকে। কল্যাণপুরবাসী তা ভুলে যায় নি। এই নৃশংস ঘটনায় ১৮ জন আহত হয়েছিলেন। তারা পঙ্গু হয়ে এখনও বেঁচে আছেন অতীতের সেই বিভৎস স্মৃতি নিয়ে।

সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার মানুষের সরকার, উন্নয়নের সরকার, দেশের প্রধানমন্ত্রী যে ভোকাল ফর লোকালের আহ্বান জানিয়েছেন সেই দিশাতেই বর্তমান সরকার কাজ করছে। আগামীদিনে ত্রিপুরার তাঁতশিল্পী ও স্বসহায়ক দলের মহিলারা যে শাড়ি তৈরী করছে তা সরকারের আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ির কর্মীদের ড্রেস কোড করার ব্যবস্থা করা হবে। যাতে রাজ্যের স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের রোজগার বাড়ে। বর্তমান সরকার রাজ্যের উন্নয়ন, মানুষের রোজগার ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যের মাথা পিছু গড় আয় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যা সরকার আসার আগে ছিল প্রায় ১ লক্ষ টাকা। প্রায় তিন বছরে রাজ্যের মানুষের আয় অনেকটাই বেড়েছে। তিনি বলেন, সাব্রুমের ফেনী নদীর উপর মৈত্রী সেতুর কাজ চলছে জোড়কদমে। এই পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা আগামী দিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হতে চলছে। বর্তমানে রেগায় শ্রমদিবের পরিমাণও বেড়েছে। রাজ্যের কৃষকরা কৃষি সম্মান নিধি, ফসল বীমা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন। কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে সরকার ধান ক্রয় করছে। আগে কৃষকরা নিজেদের ধানের ভাল মূল্য পেতেননা। কারণ বিগত দিনে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য পূর্বতন সরকার কিছুই করেনি। বর্তমানে রাজ্যের ২ লাখ ২০ হাজার কৃষক কিষাণ সম্মাননিধিতে ৬,০০০ টাকা করে প্রতি বছর পাচ্ছেন। রাজ্যের ৮০ শতাংশ কৃষককে ফসল বীমা যোজনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বনাধিকার আইনে জমির পাট্টাপ্রাপক রাজ্যের ১ লাখ ৩০ হাজার কৃষককেও কিষাণ সম্মাননিধির আওতায় আনা হয়েছে, যাতে রাজ্যের কৃষকরা স্বনির্ভর হয়ে উঠেন।

*****২য় পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৩ বছরে রাজ্যের কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশ হয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যের কৃষকদের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে রাজ্যে ৫০ হাজার হেক্টরে ভূট্টা চাষের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। যাতে তারা অধিক লাভবান হতে পারেন। রাজ্যের কুইন আনারস বর্তমানে দুবাইয়ের মতো আন্তর্জাতিক বাজারে খ্যাতি লাভ করছে। বর্তমানে রাজ্যের ১৫ হাজার হেক্টর জমিকে অর্গানিক ফার্মিং এর আওতায় আনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার সকলের উন্নতির জন্য কাজ করছে। রাজ্য সরকার কোন প্রকার ভাতা বন্ধ করেনি। তবে ২ হাজার মৃত ব্যক্তি, যে ৩০৫ জন মহিলা পুনরায় বিবাহ করেও বিধবা ভাতা পেতেন, যে ১৩,০০০ এপিএল কার্ডধারীর পরিবারে সরকারী চাকরি থাকা সত্বেও ভাতা পেতেন তাদের ভাতা বন্ধ করে নতুন সঠিক ভাতা প্রাপকদের ভাতা দেওয়া হবে। যার জন্য নতুন করে ভাতা দেওয়ার আবেদনপত্রও গ্রহণ করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যবাসীর কল্যাণে ও রাজ্যের বিকাশে কাজ করছে। রাজ্যবাসী ২৫ বছরে অনেক দু:খ, দুর্দশা ও ভয় নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। বর্তমান সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা হলে সরকার তা বরদাস্ত করবে না। হিংসার পথ নিলে সরকার তা কঠোর হাতে মোকাবিলা করবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার হিংসাতে নয় মানুষের এবং রাজ্যের উন্নয়নে বিশ্বাসী। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার শতাব্দী মজুমদারের ইউ পি এস সি পরীক্ষায় সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী শহীদ স্মরণে কল্যাণপুরের অতীতের গণহত্যার কালোদিনের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত শহীদদের পরিবারের হাতে বস্ত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণহত্যায় শহীদ হওয়া এক পরিবারের সদস্য সুনীল ঘোষ।

*****